নবপর্যায় : ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জুলাই ২০২০

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

উৎসব

পরিচালকের কথা

তারেক আহমেদ

কে জানতো ২০২০ সালটা এমন হবে। বছরটা যখন শুরু হলো, তখনো কেউ কি ধারণা করতে পেরেছিল, এমন একটা 'নিউ নরমাল' জীবনে আটকা পড়তে হবে আমাদের, গোটা পৃথিবীর মানুষ এখন যাতে অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করে যাচ্ছে। চলচ্চিত্র উৎসবের প্রস্তুতি অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। উৎসবের নাম পরিবর্তন হবে, সে সিদ্ধান্ত গেল বছর উৎসবের পর নেয়া হলেও তা বাস্তবায়িত হলো নভেম্বর মাসে। নতুন নাম- **'লিবারেশন ডকফেস্ট'**। এ বছর আরো একটা পরিবর্তন এলো উৎসবে– আন্তর্জাতিক ছবির প্রতিযোগিতামূলক বিভাগ সংযোজন। যদিও এই পরিবর্তনগুলোর পরিকল্পনা ২০১৮ সালে এই উৎসবের দায়িত্ব নেয়ার পরই মাথায় এসেছিল। আমাকে এই দায়িত্ব দেয়ায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ বিশেষ করে ট্রাস্টি মফিদুল হককে কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০১৯ সালে উৎসবে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় যখন ছবি প্রদর্শনীর পাশাপাশি নবীন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতাদের জন্য আমরা Storytelling Lab for Documentary Filmmakers **'প্রামাণ্যচিত্রে গল্প বলা'** শিরোনামে কর্মশালা আয়োজন করি। গেল বছর চার দিনের এই কর্মশালা পরিচালনা করেছিলেন প্রখ্যাত ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক নীলোৎপল মজুমদার ও সৌরভ সারেঙ্গী।

উল্লেখ্য ২০২০ জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবর্ষ হওয়ায় এবারের উৎসবের থিম নির্ধারিত ছিল- 'মুক্তিদাতা বঙ্গবন্ধু'। সেই লক্ষ্যে Bangabandhu & other Icons of National Liberation শিরোনামে তৃতীয় বিশ্বের মুক্তির সংগ্রামের নেতাদের জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। খ্যাতিমান জাপানী চলচ্চিত্রকার নাগিসা ওশিমার বঙ্গবন্ধু বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র এই থিমের অধীনে প্রদর্শিত হয়।

এবারের উৎসব যে যথার্থ আন্তর্জাতিক রূপ পেতে চলেছে, তা আমরা জানুয়ারিতেই বুঝে ফেলেছিলাম। ১১২টি দেশের ১৮০০ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবে জমা পড়ে। ছবির সংখ্যা এবং অংশগ্রহণকারী দেশ বিবেচনায় এদেশের চলচ্চিত্র উৎসবের ইতিহাসে এটি এক নতুন রেকর্ড। তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সমন্বয়ে ১৫ জনের বাছাই কমিটি মাসাধিককাল সময় নিয়ে ছবিগুলো দেখে ২০০ ছবি প্রদর্শনীর জন্য বাছাই করেন।

পরের দৃশ্যপট সবার জানা। মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশে প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হয়। আমাদের উৎসব শুরু হতে তখন মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। শেষ পর্যন্ত সরকারের সাধারণ ছুটি ঘোষণার ফলে অন্য সব প্রতিষ্ঠানের মতো জাদুঘরও বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই উৎসবের পরিকল্পনা স্থগিত করতে হলো।

শুরু হলো ঘরবন্দী জীবন। এসময় অনলাইনে কাটছিল বেশির ভাগ সময়। এই নতুন পরিস্থিতি শুধু আমাদের নয়, বিপদে ফেলেছিল একাধিক বৃহৎ প্রামাণ্যচিত্র উৎসবকেও। বিশেষত ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ প্রামাণ্যচিত্র উৎসব CPH DOX মাত্র দু'সপ্তাহের নোটিশে তাদের পুরো আয়োজন অনলাইনে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়। পয়লা বৈশাখের দিন আকস্মিকভাবেই উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ **'প্রামাণ্যচিত্রে গল্প বলা'** শীর্ষক কর্মশালাটি

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম অনলাইন প্রামাণ্যচিত্র উৎসব

আয়োজনের গৌরব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের

দক্ষিণ এশিয়ার সর্বপ্রথম অনলাইন ডকুমেন্টারি ফেস্টিভাল ছিল অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ। ১১২টি দেশের ১৮০০ চলচ্চিত্র থেকে প্রিভিউ কমিটি চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনীর জন্য চলচ্চিত্র নির্বাচন করেন। জুন ১৬-২০, ২০২০ অনুষ্ঠিত পাঁচ দিনব্যাপী এই উৎসবে প্রায় ৫০টি দেশের ৮২টি অসাধারণ সব প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। প্রতিটি ছবি উৎসবের ওয়েবসাইটে ২৪ ঘন্টার জন্য দর্শকরা দেখার সুযোগ পান। এবারের উৎসবে ছিল জিও সিলেকশন ফিচার যার মাধ্যমে চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পরামর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশ ছাড়াও অন্যান্য দেশের দর্শকরাও উৎসবের চলচ্চিত্র দেখতে পেরেছেন।

ডকফেস্ট-এর মূল বিষয়বস্তু Bangabandhu the Liberator, এই বিভাগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাড়াও তৃতীয় বিশ্বের মানুষের মুক্তির নেতাদের উপর নির্মিত ছবি প্রদর্শিত হয়। ন্যাশনাল, ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনের পাশাপাশি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের স্পেশাল প্যাকেজ যেখানে ৫টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

৮ম বারের মতো অনুষ্ঠিত এই উৎসবে এবারই প্রথম ছিল তরুণ জুরি পুরস্কার। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ২০০জন শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে ২০ জনকে তরুণ জুরি নির্বাচন করা হয়। ন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনে জুরি হিসেবে ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাতা আকা রেজা গালিব, চলচ্চিত্র সমালোচক বিধান রিবেরু এবং নাট্যজন ও অধ্যাপক সামিনা লুৎফা নিত্রা। ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন বিভাগে জুরি হিসেবে ছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার ডিএমজেড প্রামাণ্যচিত্র উৎসবের প্রোগ্রামার কিম ইয়াং, নেপালের চলচ্চিত্র নির্মাতা ও সাংবাদিক সুবিনা শ্রেষ্ঠা এবং বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক ও নির্মাতা সামিয়া জামান।

ন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনে জুরিদের রায়ে সেরা ছবি নির্বাচিত হয় মো: জহিরুল হাসান নির্মিত 'খুঁটি' (Road to Roots) প্রামাণ্যচিত্র এবং তরুণ জুরিদের রায়ে নির্বাচিত হয়েছে ফরিদ আহমেদ নির্মিত True False and a Revolution শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র। অন্যদিকে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন সেকশনে সেরা প্রামাণ্যচিত্র নির্বাচিত হয় ভারতের মনিপুরের নির্মাতা আমার মাইবাম (Amar Maibam) পরিচালিত Highways of Life ও তরুণ জুরিদের রায়ে নির্বাচিত প্রামাণ্যচিত্রটি হল জার্মানির নির্মাতা Monica Manganelli এর Butterfly in Berlin A Dairy of a Soul Split in Two। এছাড়াও ন্যাশনাল জুরি স্পেশাল মেনশন পায় ফাজলে রাব্বি পরিচালিত Flying Child এবং ইন্টারন্যাশনাল জুরি স্পেশাল মেনশন পায় ইরানি পরিচালক Ezzatollah Parvazeh পরিচালিত GALENA চলচ্চিত্রটি।

ফেস্টিভ্যালে তরুণ নির্মাতাদের উৎসাহ প্রদান এবং যথাযথ দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি আকর্ষণীয় অংশ ছিল এক্সপোজিশন অফ ইয়াং ফিল্ম ট্যালেন্ট ওয়ার্কশপ। এই ওয়ার্কশপে ১৩টি প্রজেক্ট নিয়ে তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারা অংশগ্রহণ করেন। দেশের বাইরের দুজন অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিক্ষক ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন। ওয়ার্কশপ শেষে পিচিং-এর মাধ্যমে সেরা দুইটি প্রজেক্টকে নির্মাণ সহায়তা এবং একটি প্রজেক্ট সার্টিফিকেট অব মেরিট প্রদান করা হয়। বৈশ্বিক করোনা মহামারীর সময় চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রতিকূলতা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনার করার জন্য ছিল 'Building Solidarity : Interaction with Filmmakers in Pandemic Time' নামক ভারচুয়াল ইন্টারএকশন সেশন যেখানে বাংলাদেশি চলচ্চিত্র নির্মাতারা এই মহামারীর সময়ে তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করেন।

ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় অনলাইনে। এতে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাংস্কৃতিক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এমপি, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব আমিনুল ইসলাম খান, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও ঢাকা ডকল্যাবের চেয়ারম্যান নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, মিডিয়া পার্টনার ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ-এর ডিরেক্টর নাহার খান, ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর তারেক আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, দেশ বিদেশের চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং জুরি বোর্ডের সদস্যগণ।

'8th Liberation Docfest Bangladesh' দেশীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে পথ প্রদর্শক হয়ে থাকবে।

মো. শরিফুল ইসলাম (শাওন)
প্রোগ্রামার
৮ম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ

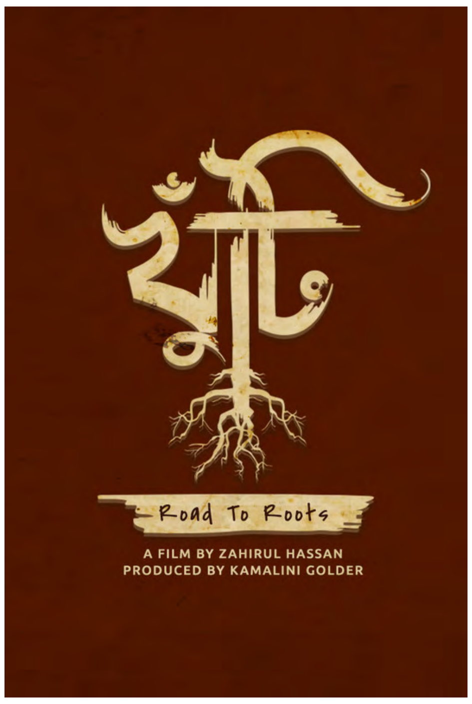

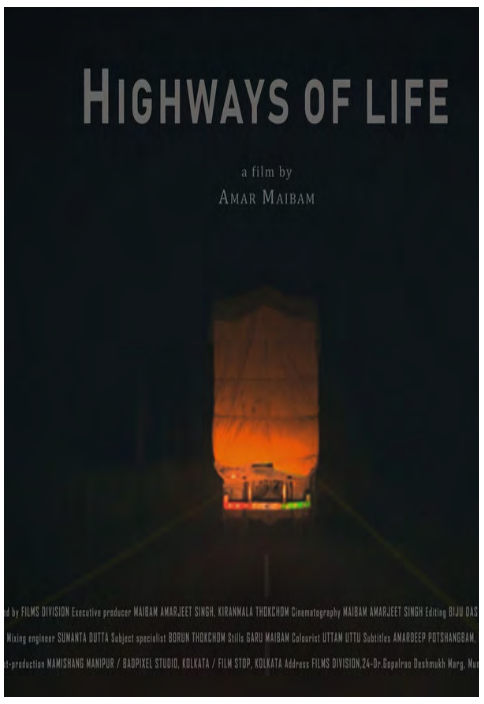

সভেৎলানা স্মিরনোভা (ইউক্রেন)

করোনার এই দুঃসময়ে অনুষ্ঠিত অনলাইন ভিত্তিক ৮ম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২০ সকলের জন্য ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। উৎসবের প্রামাণ্যচিত্রের মধ্যে ছিল ইউক্রেনের WE ARE SOLDIERS। নির্মাতা Svetlana Smirnova এবং এটি তার প্রথম চলচ্চিত্র। ইউক্রেনের আর্মি এবং রাশিয়ানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাথে যুদ্ধের সময় আহত তিন ইউক্রেনিয়ান স্বেচ্ছাসেবক কিয়েভের সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন; তিন প্রজন্ম, তিনটি ভিন্ন সামাজিক পরিবেশ, তিনটি পৃথক অঞ্চল থেকে উঠে আসা দিমিত্রো, ওলেস্কি আর আনাতোলি; এদের গল্প, চিন্তা নিয়েই নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্যচিত্র।

নির্মাতা স্মিরনোভার সাথে দর্শকদের একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় যেখানে চলচ্চিত্র দেখার পর দর্শকেরা তাকে সরাসরি বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। এক ঘণ্টার এ প্রশ্নোত্তর পর্বটি অনুষ্ঠিত হয় অনলাইনের মাধ্যমে। চলচ্চিত্র নির্মাণে অনুপ্রেরণা সম্পর্কে পরিচালক বলেন, কিয়েভের সামরিক হাসপাতালে স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে কাজ করার সময় আহত সেনাদের জীবন, তাদের চিন্তা-ভাবনা তাকে এ চলচ্চিত্র নির্মাণে উৎসাহী করে। স্মিরনোভা নিজে একজন অভিনেত্রী, চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে তিনি বলেন, অভিনয়ের পাশাপাশি চলচ্চিত্র নির্মাণের আগ্রহ থেকেই তিনি ভালো গল্পের সন্ধানে ছিলেন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, তার কি মনে হয় চলচ্চিত্রটি নির্মাণের সময় তিনি তিনটি চরিত্রের জীবনের কোন বিশেষ অংশ বাদ রেখেছেন যা কিনা চলচ্চিত্রে দেখানো উচিত ছিল। তিনি বলেন, চলচ্চিত্রে যতটা প্রয়োজন ছিল তা তিনি সম্পূর্ণভাবে উপস্থাপন করেছেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, অভিনয়ের পাশাপাশি নির্মাণের দিকেও কাজ করবেন। তিনি শিশুদের নিয়ে কাজ করবেন বলে জানান। প্রথম চলচ্চিত্র হলেও স্মিরনোভার WE ARE SOLDIERS দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে।

সারা কাস্কাস (লেবানন)

করোনার এই বদ্ধ সময়ে অনুষ্ঠিত অনলাইনভিত্তিক ৮ম লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২০-এ লেবানন থেকে প্রদর্শিত হয় সারা কাস্কাস নির্মিত Underdown চলচ্চিত্রটি। যুদ্ধগ্রস্থ লেবাননে শরণার্থী সমস্যা প্রবল। বিভিন্ন স্থানের মানুষ এসে এখানে বাস করে। নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে তারা লেবাননে এসেছে জীবন বাঁচাতে। বৈরুতের এরকম তিনজন শরণার্থীকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই চলচ্চিত্র। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর পর নির্মাতা সারা কাস্কাসের সাথে দর্শকদের প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর চলচ্চিত্র বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি এ-পর্বে। ছবিটি নির্মাণের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে তিনি বলেন, তিনি আগে থেকেই শরণার্থীদের নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন। বেশ কিছুদিন সন্ধানের পর তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য চরিত্র তিনটি নির্ধারণ করেন। তিনি আরও জানান চলচ্চিত্রের জন্য তিনি বিভিন্ন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল থেকে বিভিন্ন রকম সহযোগিতা লাভ করেন, যে কারণে তাঁর নির্মাণ ব্যয় ছিল খুবই কম। তিনি বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল থেকে অর্থ সহযোগিতার পাশাপাশি সাউন্ড এডিটিং, কালার এডিটিংয়ের জন্য সাহায্য পান। তিনি নিজে মিউজিক কম্পোজার হওয়ায় সাউন্ড এডিটিংয়ে তাঁর কোন সমস্যা হয়নি। সারা কাস্কাস একজন স্বনামধন্য চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি এই প্রশ্নোত্তর পর্বে দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্পর্কিত তাদের নানা কৌতূহলের মীমাংসা করেন।

অনলাইন উৎসবের সফলতার কারিগর : কসমস ফাউন্ডেশন

মাত্র এক মাসের মধ্যে সকল কারিগরি প্রস্তুতি সম্পন্ন করে অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট যে সুষ্ঠুভাবে আয়োজিত হতে পারলো তার পেছনে ছিল সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-ব্যবস্থা ও জ্ঞান-সম্পন্ন এক প্রতিষ্ঠান এবং সেই দলের তরুণ প্রযুক্তিবিদদের ভূমিকা। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুণি ও নবীন পরিচালকদের অনেক ভালোবাসা ও সাধনা নিয়ে নির্মিত ছবি স্ট্রিমিং করা ছিল বিশাল চ্যালেঞ্জ। সেজন্য আমাজন ভিডিওতে স্পেস বুক করতে হয়েছে, ছবি দেখানোর সময় কেউ যেন অননুমোদিতভাবে তা কপি করতে না পারে, সেই সুরক্ষা দিতে হয়েছে। পরিচালকরা তাদের দিক থেকে কীভাবে নির্দিষ্ট ব্যবস্থায় ছবি আপলোড করবেন সেজন্য তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে লিংক দেয়া হয়েছে। এরপর উৎসবের কারিগরি টিম ও প্রোগ্রামারদের তৈরি করা শিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি ছবি যথাযথ সময়ে যথাযথ ভাবে স্ট্রিমিং করতে হয়েছে। জুরি বোর্ডের সদস্যদের জন্য নিতে হয়েছে ছবি দেখার আলাদা ব্যবস্থা, তাঁদের একজন ছিলেন কোরিয়ায়, একজন নেপালে এবং অন্যজন আমেরিকার নিউইয়র্কে। পাশাপাশি চলেছে আরো কত-না প্রোগ্রাম, পরিচালকের সঙ্গে আলাপচারিতা, জুম মিটিং ইত্যাদি।

এসবের নেপথ্যের কারিগর ছিল কসমস ফাউন্ডেশন। এর প্রধান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ এনায়েতুল্লাহ খান তাঁর প্রতিষ্ঠানের সকল সুযোগ-সুবিধা জাদুঘরের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন। কসমস ফাউন্ডেশনের তরুণ কর্মীদল দিনরাত পরিশ্রম করে এর সফল বাস্তবায়ন ঘটালেন। কেবল এটুকুই নয়, এ-কাজে যত ধরনের আর্থিক ব্যয় ছিল সেই ভারও এনায়েতুল্লাহ খান তাঁর প্রতিষ্ঠানের কাঁধে তুলে নিলেন। ফলে অনলাইন উৎসবের আর্থিক ব্যয় ও কারিগরি দায়-দায়িত্ব উভয় দিক থেকে ভারমুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর উৎসব সফল করতে মনোযোগী হতে পেরেছিল। একই সাথে ইউএনবি নিউজ এজেন্সি উৎসবের প্রোমো তৈরি, উদ্যোক্তাদের সাক্ষাৎকার-ভিত্তিক ভিডিও ও অন্যান্য প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়। অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাই বলছে, ধন্যবাদ কসমস ফাউন্ডেশন, ধন্যবাদ ইউএনবি। ধন্যবাদ আপনাদের টিমের সকল নবীন-নবীনাদের, যাদের আন্তরিক শ্রম আমাদের মুগ্ধ করেছে, যারা হয়ে উঠেছেন জাদুঘরের বন্ধু।

কসমস ফাউন্ডেশনের কথা

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রথম অনলাইন ডকফেস্ট বিপুল সংখ্যক তরুণ ও উদ্যমী ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছেন। অনলাইনে জুমে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী উৎসবে চলচ্চিত্র প্রদর্শন এবং উদ্বোধনী ও সমাপণী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল।

এবারের ডকফেস্টের আয়োজন এবং পরিচালনায় অংশীদার ছিল কসমস ফাউন্ডেশন ও মিডিয়া অংশীদার ছিল সংবাদ সংস্থা ইউনাইটেড নিউজ অব বাংলাদেশ (ইউএনবি)। ইউএনবির পরিচালক ও কসমস গ্রুপের ভাইস প্রেসিডেন্ট নাহার খান বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে প্রথমবারের মতো ভার্চুয়াল ডকফেস্ট আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে মিডিয়া ও টেকনোলজি অংশীদার হিসাবে ইউএনবি ও কসমস ফাউন্ডেশনের কাজ করতে পারা এক দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা।" অ্যামাজন ইসি২ সার্ভার, এস৩ বাকেটস ও কিনেসিস স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে এ প্রতিযোগিতার আয়োজনের সম্পূর্ণ কাজটি করেছে কসমস গ্রুপের সফটওয়্যার টিম। অনলাইনে আয়োজিত ৮ম লিবারেশন ডকফেস্টে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ৯৪টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়েছে। পাঁচ দিনব্যাপী এ উৎসবে মোট ৫ হাজার ৮৫৫ জন চলচ্চিত্রপ্রেমী চলচ্চিত্র উপভোগের জন্য নিবন্ধন করেছে। এ সময়ের মধ্যে ৬ হাজার ১৬৪ বার অংশ নেয়া চলচ্চিত্রগুলো দেখা হয়েছে।

উৎসব পরিচালকের কথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেই। এক্ষেত্রে কর্মশালার প্রধান মেন্টর নীলোৎপল মজুমদার এবং জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের আগ্রহ ও উৎসাহ আমাকে অনুপ্রাণিত করে। কর্মশালার জন্য সহকর্মী শরিফুল ইসলাম শাওনের সহযোগিতায় ১৩টি প্রস্তাব নির্বাচন করা হয়। আয়োজনে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা এলিজাবেথ কস্তা। এ কারনে ভারতীয় দুই শিক্ষকের পাশাপাশি আমরা দু'জন দুইগ্রুপে বিভক্ত হয়ে ২৮ আগস্ট থেকে পাঁচদিনের এই কর্মশালা সফলভাবে আয়োজনে সক্ষম হই।

কর্মশালা হয়ে যাবার পরপরই স্থগিত হওয়া উৎসবটি আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কিন্তু সীমিত সামর্থ্য আর কারিগরি লোকবলের অভাব থাকায় এই চ্যালেঞ্জ আমরা নিতে পারবো কি-না, সে নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। এ ক্ষেত্রে মফিদুল হক আরো একবার কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করেন। তারই চেষ্টায় কসমস ফাউন্ডেশন এই উৎসবে সম্পূর্ণ কারিগরি সহায়তা দিতে সম্মত হয় এবং আমরা এক মাসের প্রস্তুতিতে ১৬ থেকে ২০ জুন **লিবারেশন ডকফেস্ট ২০২০** অনলাইনে পুনঃআয়োজনে ঝাঁপ দেই।

তবে অনলাইনে অনুষ্ঠান আয়োজন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ালো নানা জটিলতার কারণে। তারপরও প্রায় একশো ছবি আমরা এই নতুন পর্যায়ের উৎসবে দেখাতে সক্ষম হই। পাঁচদিনের অনলাইন উৎসবে সব মিলিয়ে ৬০০০ জন ছবি দেখেছেন, যা সাম্প্রতিক সময়ে যে কোন চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শক সংখ্যার বিচারে একটি রেকর্ড।

উৎসব শেষ হলেও কথা থেকে যায়। সে কথাগুলো ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের। এই গোটা আয়োজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার সহকর্মী শরিফুল ইসলাম শাওনের অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিকতা আর টিম বিল্ডিংয়ে যথাযথ ভূমিকা না থাকলে উৎসবের সফলতা অর্জিত হতো না মোটেই। উৎসবের কারিগরি সহায়তার জন্য কসমস ফাউণ্ডেশনের ভূমিকার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। বিশেষত ইমরোজ মোরসালিন, নাবিলা রহমানসহ কসমস টিমের সবার কথাই বলতে হয়। এজাতীয় একটি চলচ্চিত্র উৎসব তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হলেও সবার আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে সেই পরীক্ষায় তারা সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছেন। এক্ষেত্রে অবশ্য কসমস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান এনায়েতুল্লাহ খান ও পরিচালক নাহার খানের সক্রিয় উদ্যোগ আর সহযোগিতার কথা বলতে হয়।

সবশেষে আমাদের সকলের প্রিয় মফিদুল ভাইয়ের কথা না বললেই নয়। জাদুঘরের নিয়মিত কর্মকাণ্ডের মধ্যে চলচ্চিত্র মাধ্যমটির ভূমিকা নিয়ে তাঁর সুদূরপ্রসারী ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও জাদুঘর ফিল্ম সেন্টারের যাত্রা শুরু হয়েছে। তার পাশাপাশি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের আপাকেও কৃতজ্ঞতা জানাই। এবছরের উৎসবের নানা আয়োজনে তাঁর উপস্থিতি এবং নানা পরামর্শ, উদ্যোগ এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ আয়োজনটিকে সমৃদ্ধ করেছে। ২০২১ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তির বছর। সুবর্ণ জয়ন্তীর বছরে এই উৎসব আরো বিশাল রূপে ফিরে আসবে- এই প্রত্যাশা নিয়েই শেষ করছি।

উৎসব সম্পর্কে স্বেচ্ছাকর্মীদের মতামত

ফেসবুকে ঘুরতে ঘুরতে লিবারেশন ডকফেস্টের প্রচারণা দেখি। সেখান থেকেই ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য আবেদন করি। ডকফেস্ট হওয়ার কথা ছিল এপ্রিলে। অনেকদিন কোন আপডেট না পেয়ে ভেবেছিলাম হবে না হয়তো উদ্ভূত করোনা পরিস্থিতির কারণে। হঠাৎ ১১ জুন রাতে একটা মেইল আসে, ডকফেস্টে ভলান্টিয়ার হওয়ার জন্য ইন্টারভিউ দিতে হবে। তখনও জানতাম না অনলাইনে হবে কি না। ভেবেছিলাম মিরপুর যেতেই হয় নাকি! ডেঞ্জারজোন বলে খানিকটা ভয় হয়েছিলো, তারপর লিবারেশন ডকফেস্টের পেইজে দেখে নিশ্চিত হলাম এবার ডকফেস্ট হবে অনলাইনে। কিন্তু অনলাইনে ভলানটিয়ারদের কাজ কি হতে পারে? প্রশ্নটা মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিলো। ভেবেছিলাম বাদই পড়লাম। কিন্তু সিলেকশনের মেইল পেতেই খুব আনন্দ হয়েছিলো।

ভার্সিটির জুনিয়র প্রিতমের তৈরি কিছু ডকুমেন্টারিতে কমেন্ট করা ছাড়া, ডকুমেন্টারি ফিল্ম সম্পর্কে আমার আইডিয়াই তেমন একটা ছিলো না। কাজ শুরু করলাম সে প্রায় শূন্য জ্ঞান নিয়েই কিন্তু ইয়ুথ জুরি টিমে কাজ করবো এতটা আশা করতে পারিনি। অনেকেই অনেক ভালো ডিরেক্টর, তাঁদের কাজে কমেন্টস করতে হবে, মার্কিং, সিলেকশন করার সুযোগ হবে! সেটা অবিশ্বাস্য ছিলো।

সারা যাকের ম্যামকে অনেক ভালো লাগে, প্রথম দিনে তাঁকে দেখতে পেয়ে মনটা ভালো হয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যেই সবার সাথে পরিচয় হয়ে কাজ শুরু হয়ে গেলো পুরোদমে। কাজের সামনে হার মানা যাবে না, নেটওয়ার্ক বাগড়া দিলেও সময়মতো সব শেষ করতেই হবে। এর মাঝে গ্রুপ ডিসকাশন আর রেগুলার ওয়ার্ক আপডেট মিটিং। বিদেশি ডিরেক্টরদের ইন্টারভিউগুলো খুব শিখিয়েছে, বাস্তবে তাঁরা কীভাবে কাজ করেন, কি চিন্তা করেন সে সব জানতে পেরেছি। শেষ দিনে সম্মানিত মফিদুল হক স্যারের সাথে উদ্দীপনামূলক এক সভার মাধ্যমে আমরা শেষ করি আমাদের এবারের যাত্রা।

স্মৃতির পাতায় খানিকটা হলেও জায়গা করে নিয়েছে দিনগুলো, ওয়ার্ক আপডেটের মিটিং, তুমুল তর্ক, মতের ভিন্নতা। যত কিছুই হোক দিন শেষে আমরা আবার সহকর্মী, দিনশেষে সবাই একসুরে গান ধরি, বন্ধনের গান। সামনাসামনি দেখা না হলেও আমরা যেন এক সুঁতোয় বাঁধা পড়ে গিয়েছি, একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সবার মাঝে, দেখা হলে হয়তো সেটা আরও গাঢ় হতো কিন্তু ভাগ্য এবার সাথে নেই আমাদের। তবুও চাইবো এ পৃথিবী সুস্থ হয়ে উঠুক করোনার করাল গ্রাস কাটিয়ে আবার হেসে উঠুক চায়ের দোকান, রাজনীতির আলাপ জমুক, ভার্সিটির ক্যান্টিনে গান ধরুক তরুণ কণ্ঠ, ভিড় বাড়ুক বাসে, বন্ধ হোক দুইটার স্বাস্থ্য প্রতিবেদন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এমন উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়, তরুণ প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সাথে সংযুক্ত করতে জাদুঘরের অগ্রবর্তী ভূমিকা অপরিসীম। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে হেঁটে যেন যেতে পারি বহুদূর। এ থেকে দেশের প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি, বীরাঙ্গনাদের প্রতি হয়তো সামান্য কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করতে পারবো।

মো: রফিকুল ইসলাম, সদস্য, ইয়ুথ টিম

লিবারেশন ডকফেস্টে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার জন্য এপ্লাই করেছিলাম সেই মার্চ মাসে। এরপর অনাকাঙ্ক্ষিত ছুটি শুরু। অলসতায় দিন পার করছিলাম। হঠাৎ মেইল পেলাম আর তার পরের ছয় দিন-রাত মনে হলো রাজ্যের সকল ব্যস্ততা যেন আমারই। এ ছিল অপ্রত্যাশিত অন্যরকম পাওয়া। টিমের সবাই ছিল অপরিচিত। ভার্চুয়াল আলোচনা ছাড়া সে-মুহূর্তে সরাসরি দেখারও সুযোগ নাই। সকলে অনেক আন্তরিক হওয়ায় এই অল্পদিনেই আপন হয়ে গেল।

ফেস্টে কাজ করার কারণে প্রায় ৫০টি ডকুমেন্টারি দেখার সুযোগ হয়েছে। নেটওয়ার্ক সমস্যার জন্য ধৈর্য্য রেখে দেখতে হয়েছিল। তবে ডকুমেন্টারির সেরা বিষয় হচ্ছে বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যা আমরা সচরাচর জানতে পারি না বা চাই না। অসংখ্য ভালো ডকুমেন্টারির মধ্যে আমার দেখা সেরা ছিল Butterflies in Berlin. বিশ্বের প্রথম অপারেটেড ট্রান্সজেন্ডার ও তার জীবনের নানা মুহূর্ত নিয়ে তৈরী এ ডকুমেন্টরির পুরোটা সময় দর্শক উত্তেজনা ধরে রাখতে বাধ্য। সেই সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নির্মম হত্যাকাণ্ড দেখানো হয়েছে। সাধারণত ডকুমেন্টারিগুলো ধীরগতির হয়। কিন্তু এটা তৈরির পদ্ধতিতে রং ও আবহসংগীত দারুণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ফেস্টের টিম মেম্বার হিসেবে অন্যতম পাওয়া বিভিন্ন দেশের ফিল্ম মেকারদের সাথে ইন্টারেকশন সেশন। তাদের তৈরি প্রজেক্ট দেখে তাদের সাথেই প্রশ্ন বা কথা বলার সুযোগ পাওয়া স্বপ্নের মতো। ইউথ জুরি টিম হয়ে বেস্ট ডকুমেন্টরি বাছাই করা ছিল অনেক কঠিন ও রোমাঞ্চকর কাজ। সবার আলাদা পছন্দ থেকে আলোচনা, যুক্তিতর্কে একটিকে বাছাই করা বেশ মজারও ছিল। লিবারেশন ডকফেস্টে কাজ করার মাধ্যমে অনেক নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চার হয়েছে যা পরবর্তী জীবনেও কাজে লাগবে। ফিল্ম ডিপার্টমেন্টের শিক্ষার্থী হিসেবে আমার কাছে এসব বিশেষ পাওয়া। ডকুমেন্টারি দেখার সাথে সাথে তার বিশ্লেষণ, ফিল্ম মেকারদের জন্য প্রশ্ন তৈরি, রিভিউ লিখতে পারা এসব কিছুই নতুন শিখেছি এবং এই শেখাটা ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবো।

জারিন তাসনিম রোজা

লিবারেশন ডকফেস্টের অনলাইন সংস্করণে আমি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথেই একজন কো-অর্ডিনেটরের ভূমিকা পালন করি যার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান করেছেন আমাদের সবার পরিচিত ফেস্টিভাল প্রোগ্রামার শরীফুল ইসলাম শাওন। এছাড়াও সহকর্মী হিসেবে সহায়তা পেয়েছি অন্যান্য কো-অর্ডিনেটরদের। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই আয়োজনের সাথে আমার অভিজ্ঞতা সপ্তম লিবারেশন ডকফেস্ট থেকেই। বলাবাহুল্য, অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট করোনাকালীন নতুন বাস্তবতা 'নিউ নর্মাল' এর সাথে অনেকটা মানিয়ে নেয়ার একটি প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা ছিলো, তবুও বারবার সপ্তম লিবারেশন ডকফেস্টের সেই স্বাভাবিক সময় ও পৃথিবীর স্মৃতি তাড়িত করেছে আমাকে।

ব্যক্তিগতভাবে, আমার অভিজ্ঞতা ছিলো চমৎকার। এবারের অনলাইন সংস্করণে কয়েকটি বিষয় আমি বিশেষভাবে উপভোগ করেছি। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সাথে ইন্টারভিউ সেশন, তরুণদের ইয়ুথ জুরি প্ল্যাটফর্ম এবং তাদের একটি অর্থবহ ভূমিকা উৎসবটিকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। তাছাড়াও ক্লোজিং সিরিমনি উপভোগ করেছি। বিশেষভাবে বলতে চাই, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি শ্রদ্ধেয় মফিদুল হক ভাইয়ের আন্তরিক উৎসাহ এবং পরামর্শ অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে দারুণভাবে।

হাসিবুল হক ইমন
শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ,ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়

উৎসব হওয়ার কথা ছিলো এপ্রিলের শুরুর দিকে, প্রস্তুতিও চলছিলো পুরোদমে! কিন্তু করোনার থাবায় থমকে গেলো উৎসবের আয়োজন, উৎসব পড়ে গেলো অনিশ্চয়তার মুখে। তবে সব অনিশ্চয়তা পাশ কাটিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অনলাইনে আয়োজন করে এই উৎসব। এই উৎসবের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। ২০১৯ সাল থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে কাজ করলেও এবার অনলাইনে কাজ করাটা ছিলো আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। করোনাকালীন সময়ে এমন অভিজ্ঞতা সত্যিই আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। অলস কাটানো গৃহবন্দি জীবনে ভালো থাকার নতুন রসদ জুগিয়েছে পাঁচ দিনের এই উৎসব। পাশাপাশি সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করতে নিয়ে উন্নত হয়েছে আমার কর্ম-দক্ষতা।

আমাকে এমন একটি উৎসবে কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য, আমি উৎসবের প্রেগ্রামার আমাদের সবার পরিচিত ও পছন্দের শরীফুল ইসলাম শাওন ভাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। উৎসবটিতে কাজ করতে গিয়ে আমি সহযোগী হিসেবে পেয়েছি ইমন, মাশা, বিনতি, সুস্মিতাকে। তাদের সাথে কাজ আমি উপভোগ করি সব সময়ই। ব্যক্তিগতভাবে, উৎসব চলাকালীন প্রতিটি মুহূর্ত আমি উপভোগ করেছি। প্রতিদিনের কাজ শেষে রাতে অনলাইনে সব স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে আড্ডা সারাদিনের ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিত। আমি আনন্দিত ও গর্বিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পুরো অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা করতে পেরে। এবারের উৎসবে অনলাইনে উদ্বোধন ও সমাপ্তি অনুষ্ঠান নতুনমাত্রা যোগ করেছে। অনুষ্ঠানে বিশ্বের সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্রকার ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টিদের উপস্থিতি এবং বক্তব্য আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে।

আবদুল্লাহ আল রাহাত
শিক্ষার্থী, ফিন্যান্স বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অষ্টম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-এর ইয়ুথ টিমের সদস্য। এই আমার প্রথম কোনো ফেস্টিভ্যালে কাজ করার সুযোগ হলো। যেহেতু এটা অনলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল ছিল, তাই সব ক'টি ছবি অনলাইনে স্ট্রিমিং হতো। আমাদের প্রতিদিন সকাল ১১টায় এবং সন্ধ্যা ৭টায় Zoom এ্যাপের সাহায্যে মিটিং হতো। মুভি দেখার টাস্ক দেয়া, কোন মুভি কেন ভাল সে নিয়ে তর্ক, আড্ডা হতো। ১৬-২০ জুন ফেস্টিভ্যালে আমার ফিল্ম দেখার সংখ্যা ৪৭। ফিল্মফেস্টে কাজ করে সব থেকে ভালো

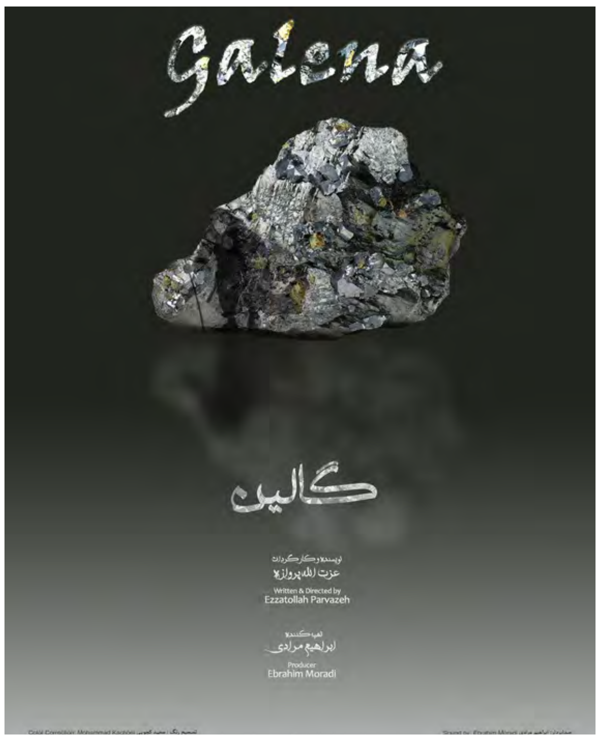

লেগেছে টিম ওয়ার্ক। যে যার কাজ নিয়ে খুবই সচেতন আর সাহায্যকারী। ফেস্টটি অনলাইন স্ট্রিমিং হওয়াতে টেকনিক্যাল টিমের উপর আমাদের সকল ভরসা ছিল, ঠিক মতো ফিল্ম এসাইন করা থেকে ফিল্ম প্লে হচ্ছে কি-না স্ট্রিমিংয়ে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি-না পুরোটার চাপ সামলাতে হয়েছে এই টেকনিক্যাল টিমকে। ধন্যবাদ সকল টিমমেটকে আমাদের কাজকে আরও সহজ ও আনন্দময় করার জন্য। সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষ আছে। ফেস্ট শেষে হুট করে ফ্রি হওয়াটা একদম সহ্য হচ্ছিল না। খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। প্রতিদিনকার সেই সকাল ১১টা-সন্ধ্যার মিটিং, আড্ডা, ফিল্ম দেখা আর হয়না। যদিও এই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাজ করার জন্যে আমরা কেউ কারও সাথে দেখা পর্যন্ত করতে পারিনি তবুও এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়নি এরা কেউ আমার অপরিচিত।

শাহাদৎ হোসেন তন্ময়

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রেরণাদাত্রী মহিয়সী নারী জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম। বিগত ১৯ বছর ধরে জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁদের স্মরণ করে আসছে। কেননা ২০ জুন জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের জন্মদিন এবং ২৬ জুন শহীদ জননী জাহানারা ইমামের প্রয়াণ দিবস। এবছর এই স্মরণানুষ্ঠানের আয়োজনটি করতে হয় ভিন্নমাত্রায়। ২৬ জুন ২০২০, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং রেডিও স্বাধীন-এর যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে লাইভ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় যেটি রেডিও স্বাধীন সরাসরি সম্প্রচার করে এবং তাদের ফেসবুক পেইজ থেকে সরাসরি প্রচারিত হয়। আয়োজনটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্যসচিব সারা যাকের এবং ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর এম.পির অসাধারণ স্মৃতিচারণায়। ব্যাক্তিগত স্মৃতিচারণা হয়ে উঠে ইতিহাসের পাঠ।

বেগম সুফিয়া কামাল, যিনি সকলের কাছে ছিলেন খালাম্মা, তাকে স্মরণ করে ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের যখন ৭০ এর ঘুর্ণিঝড়ে ত্রাণ নিয়ে সুফিয়া কামালের দুর্গত এলাকায় যাবার সময়ে নিজের যাবার ইচ্ছার কথা বলেন, তখন সেটি ব্যক্তিগত স্মৃতি থাকে না হয়ে ওঠে বাংলার ইতিহাসের এক ভয়াবহ দুঃসময়ের স্মৃতি। ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর স্মরণ করেন সেই সময়কে, যখন এক বৈরি পরিবেশে একাত্তরের ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে গণআদালত গড়ে ওঠে শহীদ জননীর নেতৃত্বে। শহীদ জননীর ডাক কেউ ফেলতে পারেননি তখন। যে ২৪ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা হয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি আলী যাকের ছিলেন তাঁদের একজন, অনেকেরই হয়তো জানা ছিল না এই তথ্যটি। যেমন এ প্রজন্মের অনেকেই হয়তো জানতেন না যে বেগম সুফিয়া কামাল প্রথম বাঙালি মুসলিম নারী যিনি উড়োজাহাজে চড়েছিলেন। দর্শকশ্রোতার জন্য বিশেষ পাওয়া ছিল আসাদুজ্জামান নূরের কণ্ঠে আবৃত্তি। এছাড়া বেগম সুফিয়া কামালের একাত্তরের ডায়েরি থেকে পাঠ এবং ১৯৭১ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে রচিত কবিতা 'মুজিবের জন্মদিনে' আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী নায়লা তারান্নুম চৌধুরী কাকলী। জাহানারা ইমাম রচিত একাত্তরের দিনগুলি ও দেশবাসীর উদ্দেশে তাঁর শেষ বক্তব্য পাঠ করেন নাট্য নির্মাতা, অভিনেত্রী ও আবৃত্তিশিল্পী নিমা রহমান। কাজী নজরুল ইসলামের 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গান গেয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঙ্গীতশিল্পী শারমিন সাথী ইসলাম ময়না, এবং সমাপ্তিও ঘটে তার কণ্ঠে মোহিনী চৌধুরী রচিত 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' গানের মধ্য দিয়ে।

প্রথম লাইভ আয়োজন প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমরা সবসময়ে এধরনের অনুষ্ঠান মিলনায়তনে বৃহৎ মঞ্চে আয়োজন করে এসেছি। যেখানে নতুন প্রজন্মকে উদ্দেশ্য করেই অনুষ্ঠান নিবেদিত হয়েছে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ত করে। প্রাথমিকভাবে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ ধরনের আয়োজন করতে কিছুটা দ্বিধা কাজ করছিল। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আয়োজনটি সাবলীলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ তরুণ প্রজন্ম লাইভ অনুষ্ঠানে সরাসরি যুক্ত হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অভিমত ব্যক্ত করতে পেরেছে পাশাপাশি তরুণদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানটি থেকে যাবে এবং তরুণরা একে অন্যের সাথে এটি শেয়ার করতে পারবে।'

বিশ্ব শরণার্থী দিবস : ডিজিটাল ‘থ্রেড এক্সিবিট’ উদ্বোধন

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন

ভয়াবহ করোনা মহামারীর মধ্যে ২০২০ সালের ২৯ জুন সারা বিশ্বের শরণার্থীদের দুর্দশার কথা স্মরণ করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য তৈরি ডিজিটাল ‘থ্রেড এক্সিবিট’-এর জাতীয় প্রচারাভিযান উদ্বোধন করে। এই অনলাইন অনুষ্ঠানটি ছিল ‘বিশ্ব শরণার্থী দিবস ২০২০’ উদযাপনের অংশ, যা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গত বিশ বছর ধরে পালন করে আসছে।

আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল স্নাতক শিক্ষার্থী এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রণীত ‘থ্রেড এক্সিবিট’ প্রদর্শনী একটি ডিজিটাল প্লাটফর্ম, যা রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরতে এবং তাদের অব্যক্ত কাহিনি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে কাজ করবে। ইউএনএইচসিআর-আইইউসিএন-এর অংশীদারিত্বে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা নিজেরা যেসব শিল্পকর্ম ও কারুশিল্প তৈরি করে তাদের অব্যক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করেছে তার প্রতিফলনে রয়েছে এই সাইটে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারোয়ার আলী এবং মফিদুল হক সূচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। ‘থ্রেড এক্সিবিট’ টিমের পক্ষ থেকে মিডিয়া স্বেচ্ছাসেবক মাফরুজা সুলতানা ও পৃথ্বি মেজবাহিন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন গুরুত্ব দিয়ে বলেন, ‘ডিজিটাল থ্রেড প্রদর্শনীর মতো উদ্যোগ শরণার্থীদের নির্মম অবস্থা দৃশ্যমান করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।” তিনি আরো বলেন, “এই প্রদর্শনী রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান খুঁজতে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার পরিপূরক হবে।”

আইইউসিএন বাংলাদেশের প্রতিনিধি রাকিবুল আমিন প্রদর্শনীর ‘দ্যা এলিফ্যান্ট ইন দ্যা রুম’ অংশটি ব্যাখ্যা করে মানুষ-হাতির বিরোধ কীভাবে সমাধান করা হচ্ছে তার বিবরণ দেন।

ইউএনএইচসিআর-এর প্রতিনিধি স্টিভেন কর্লিস তরুণদের সম্পৃক্ততার উচ্চ মূল্যায়ন করে বলেন, “এই ধরনের উদ্যোগ শরণার্থীদের সাথে মানবহিতৈষী তরুণ-প্রবীণদের সংযুক্ত করছে।” তিনি এই দেশের মানুষের দৃষ্টান্তমূলক উদারতার কথাও মেলে ধরেন।

ইউএনএইচসিআর এর প্রতিনিধি স্টিভেন কর্লিস

‘থ্রেড এক্সিবিট’ প্রদর্শনীটি প্রমাণ করে সুন্দর এবং ন্যায়সঙ্গত ভবিষ্যৎ তৈরির সংগ্রামে বিভিন্ন ছোট ছোট প্রচেষ্টাও পার্থক্য রচনা করতে পারে এবং এই বছরের প্রতিপাদ্য ‘সব উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ’ (Every Action Counts) তা আরো দৃঢ় করেছে।

আহনাফ তাহমিদ অর্ণব

অনুবাদ : আশফাকুর রহমান আশফাক

‘থ্রেড এক্সিবিট’ প্রসঙ্গে : রাচেল চুয়াং, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়

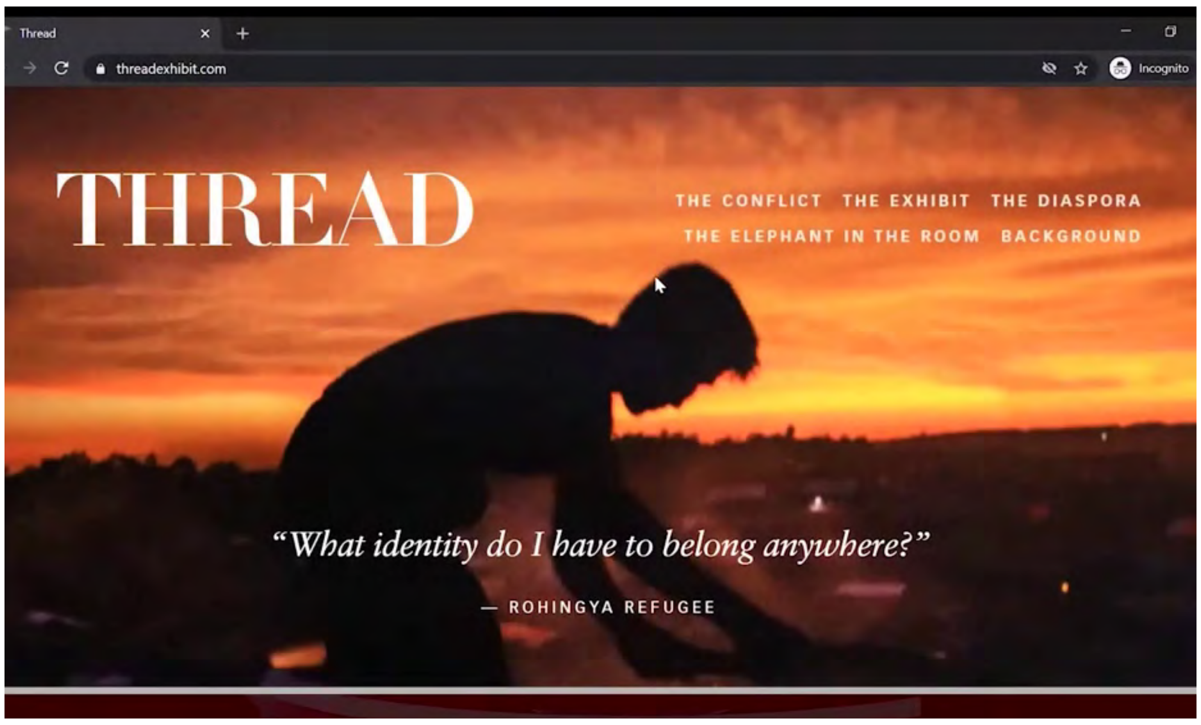

সবাইকে অভিবাদন! আমার নাম রাচেল চুয়াং এবং আমি ‘থ্রেড এক্সিবিট’ টিমের নেতৃত্বে রয়েছি। আমি ক্ষমা চাইছি যে টাইম জোনের পার্থক্যের কারণে আমি আজ আপনাদের সাথে থাকতে পারিনি।

‘থ্রেড এক্সিবিট’ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে আমি আপনাদের কয়েক মিনিট সময় নিতে চাই। এই ওয়েবসাইটটি একটি অনলাইন প্রদর্শনী যা কক্সবাজারে আশ্রয়প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের শিল্পকর্ম ও কারুশিল্প প্রদর্শন করে। রোহিঙ্গা পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ উৎসাহিত করতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে যৌথভাবে আমরা এই সাইটটি তৈরি করেছি। ওয়েবসাইটটির সূচনা থেকেই আমার দল ও আমি আশাবাদী যে, এটি রোহিঙ্গাদের কথা বলা এবং এ-বিষয়ে বৈশ্বিক আলোচনায় তাদের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার একটি প্লাটফর্ম হবে। আমরা এই ওয়েবসাইটে রোহিঙ্গাদের কাছ থেকে পাওয়া সম্ভাব্য সকল মতামত সংগ্রহ করে তা তুলে ধরবো। সাইটের লিংকটি হলো www.threadexhibit.com.

আপনারা আজ ‘থ্রেড এক্সিবিট’ টিমের কাছ থেকে অনেক কিছু শোনার সুযোগ পাবেন। ৮ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়েবসাইটটি চালু হওয়ার পরে স্বল্প সময়ে আমরা যে বৈশ্বিক সমর্থন পেয়েছি আমি তা তুলে ধরতে চাই। আমাদের টিমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছাসেবক আছে, যারা তাদের নেটওয়ার্ক এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে রোহিঙ্গাদের প্রতি ঘটে যাওয়া নির্মম অত্যাচার বিষয়ে সবাইকে সচেতন করে তুলছে। এছাড়াও আমাদের টিমে হার্ভার্ড গ্রাজুয়েট স্কুল অফ এডুকেশনের শিক্ষার্থী আছে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে সংবাদ প্রকাশ করার জন্য কাজ করছে। আমাদের সঙ্গে শিল্পী এবং বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে যারা ওয়েবসাইটে তাদের কাজ যুক্ত করার জন্য উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, চীন, ফিনল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য দেশের মানুষ হাজারেরও বেশিবার ‘থ্রেড এক্সিবিট’ সাইটটি পরিদর্শন করেছেন। ‘থ্রেড এক্সিবিট’ টিম ডিজাইনার, ওয়েব ডেভেলপার, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক এবং আরোও অনেককে নিয়ে গঠিত। ওয়েবসাইটি আপনাদের পরিচিতদের মধ্যে শেয়ার করা, স্থানীয় শিল্পীদের সাথে আমাদের সংযোগ স্থাপন, ভবিষ্যতের প্রকল্পগুলোতে যৌথভাবে কাজ করা কিংবা রোহিঙ্গাদের ক্ষমতায়নের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাতে চাই। শিল্প খুবই শক্তিশালী কারণ এটি মানুষকে সংযুক্ত করতে পারে। আমরা ন্যায়বিচারের লড়াইয়ে রোহিঙ্গাদের একাত্মতা প্রকাশ করছি।

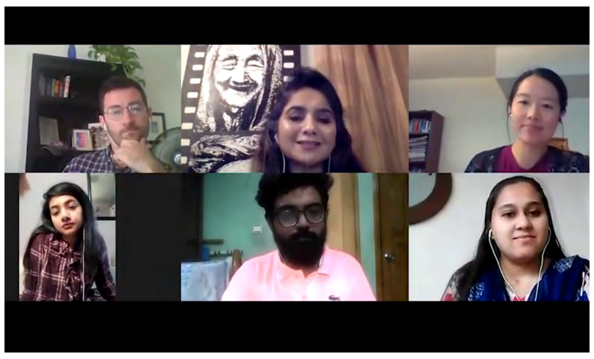

শ্রদ্ধার্ঘ্য : অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

যাত্রাশুরুর লগ্ন থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের সান্নিধ্য, সুপরামর্শ এবং দিকনির্দেশনা লাভ করে আসছে। সদ্যপ্রয়াত সর্বজন-শ্রদ্ধেয় জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান কেবল জাদুঘরের সুহৃদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিবারের অভিভাবকতুল্য। সূচনা থেকে তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রামাণ্যকরণ কমিটির সদস্য। পরে তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত সেন্টার ফর দ্যা স্টাডিজ অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে এর পাশে থেকেছেন। শারীরিকভাবে তিনি না ফেরার দেশে চলে গেছেন, তবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলায় তিনি অনুপ্রেরণা হয়ে সবসময়েই সাথে থাকবেন।

উপরের ছবিটি ১৯৯৬ সালে সেগুনবাগিচাস্থ জাদুঘরে স্মারক গ্রহণ অনুষ্ঠানে ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন ও আলী যাকেরের সঙ্গে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। পাশের ছবিটি ২০১৯ সালের নভেম্বরে আগারগাঁওয়ের জাদুঘরে রোহিঙ্গা বিষয়ক প্রদর্শনীর উদ্বোধনকালে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

বিগত কয়েক মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার নিয়মিত অনেক কর্মকাণ্ড সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সম্পন্ন করেছে। এই সকল আয়োজন অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। পাঠকদের জন্য বিভিন্ন আয়োজনের কিউআর কোডসহ লিংকগুলো উল্লেখ করা হলো:

থ্রেড এক্সিবিশন : www.threadexhibit.com

ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে : https://www.youtube.com/watch?v=i-B2zRD3WvI

প্রোমো ওয়ার্ল্ড রিফিউজি ডে ও থ্রেড এক্সিবিশন : https://www.youtube.com/watch?v=OS3beEuxnt8

বিশ্ব জাদুঘর দিবস : https://www.youtube.com/watch?v=bctRi3hhvPA

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামাল এবং শহীদ জননী জাহানারা ইমাম শ্রদ্ধাঞ্জলি : https://www.youtube.com/watch?v=iQMG9aqxNDA&t=30s

বাংলা ট্রিবিউনে প্রকাশিত বের্না হেনরি লেভির লেখার বাংলা অনুবাদ :
https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/2020/06/28/24758/একটি-শিশু-রাষ্ট্রে-করোনাভাইরাস

৭ জুন ও ছয় দফা অনলাইন এক্সিবিশন : https://www.youtube.com/watch?v=LsTEAPU1MWk

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা প্রকাশ হবার পরে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মুজিব বর্ষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও স্কুলে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার প্রতিষ্ঠার সংবাদটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, অনুরোধ করেছেন আরো ছবি প্রকাশ করার জন্য। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভস ও ডিসপ্লে টিমের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান ও স্কুলে বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে কোন স্কুল বা প্রতিষ্ঠান বঙ্গবন্ধু কর্নার প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভস ও ডিসপ্লে টিমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।

নেটওয়ার্ক শিক্ষকদের মন্তব্য

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিবেদিত প্রাণ একদল চৌকস মানুষ করোনার এই ক্রান্তিকালে ই নিউজলেটার, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুন ২০২০ যেভাবে সাজিয়েছেন, পড়ে বোঝার উপায় নেই, বিশ্ব আজ থমকে আছে। ভালো লেগেছে ৬ দফা এবং ৭ জুন ১৯৬৬ : বাংলাদেশের প্রথম অনলাইন প্রদর্শনী। গৌরবের এই ইতিহাসকে মনের আঙ্গিনায় জিইয়ে রাখতে এর চেয়ে ভালো মাধ্যম আর কি হতে পারে? অনলাইন ফিল্ম ওয়ার্কশপ এবং সেন্টার ফর দ্য স্ট্যাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিসের অনলাইন উদ্যোগ মন ছুঁয়ে গিয়েছে। এছাড়া অন্যান্য সংবাদও ছিল তথ্যবহুল। 'ডিজিটাল বাংলাদেশের' পথ যাত্রায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নেটওয়ার্ক শিক্ষক এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক হিসেবে নিউজলেটারের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে সাধুবাদ জানাই।

ড. জেবউননেছা
বিভাগীয় প্রধান
লোক প্রশাসন বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মহান মুক্তিযুদ্ধের সজীব তীর্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন প্রয়াস অন লাইনে **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা** প্রকাশিত হওয়ায় লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ পরিবার খুবই আনন্দিত। অর্ধশতকের দ্বার প্রান্তে আমাদের গৌরবের মুক্তিযুদ্ধ, কিন্তু করোনা ভাইরাসের প্রবল ধাক্কার মুখোমুখি পৃথিবী ও বাংলাদেশ। মহাদুর্যোগেও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের তারুণ্যকে আলোর যাত্রী হওয়ার ডাক দিয়ে শক্ত হাতে হাল ধরার প্রত্যয়ে উজ্জীবিত। করোনাকালীন এ সময়ে মানুষ যখন গৃহবন্দীর অক্টোপাশে নিজেকে জর্জরিত করছে ঠিক তখনি জাদুঘরের অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন উদ্যোগ সবার মাঝে নতুন প্রাণের সঞ্চার করছে।

প্রথম সংখ্যায় বাংলাদেশের ফরাসি বন্ধু বের্না লেভির আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ, ফেরা, ডা. অকিম মুখার্জির স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা, বীরাঙ্গনাদের পরম মমতা- শ্রদ্ধায় ছুয়ে দেয়া, জাদুঘরের আয়োজনে অংশ নেয়া ও পত্রিকায় লেখা আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিকতা দান করে। তিনি ইতিহাসের এক অনন্য সাক্ষী। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের লন্ডন-দিল্লী-ঢাকার তিনটি ভাষণ একত্রে গেঁথে প্রকাশ ও একটি বিশেষ প্রদর্শনী, তারুণ্যের মিলন মেলা: মুক্তির উৎসবসহ নানান বার্তার এক প্রজ্ঞার প্রচ্ছদে রূপ নিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা।

দুর্গত জনের পাশে জাদুঘর, করোনা সংকটে সারা দেশে জাদুঘরের বন্ধু শিক্ষকদের মাধ্যমে সংকটাপন্ন মানুষের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় পদক্ষেপ গণপাঠাগার যখন দুর্গত রিকশা-ভ্যান চালক, হোটেল-চা স্টল শ্রমিক, গৃহকর্মী ও অন্যান্যদের নগদ অর্থ প্রদান করছে তখন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে রঞ্জন কুমার সিংহ নগদ ১০০০০(দশ হাজার) টাকা পাঠিয়েছিলেন। এ অর্থ পেয়ে আমরা আরো প্রবল উৎসাহে কাজ করতে পেরেছিলাম।

জাদুঘরের এ অনলাইন বার্তায় হোক মানুষ ও প্রকৃতির মুক্তির বার্তা।

মাজহারুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস
লংলা আধুনিক ডিগ্রি কলেজ

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় প্রথম আসে ২০১৪ সালে। ঐ সফরের প্রথম কার্যক্রমটি হয়েছিল আমাদের স্কুলে এবং আমাকে রঞ্জন কুমার সিংহ দাদা আমার হেডস্যারের পরামর্শক্রমে নেটওয়ার্ক শিক্ষক নির্বাচন করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি জাদুঘরের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম নতুন প্রজন্মের মধ্যে পৌছিয়ে দিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করে যাচ্ছি। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শ্রুতি ভাষ্য সংগ্রহ ও বর্তমান সংযোজিত এক মিনিট চলচ্চিত্র কার্যক্রমটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জাগ্রত হবার পাশাপাশি তাদের সৃজনশীলতা বৃদ্ধি হবে। শ্রুতি ভাষ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের অজানা ইতিহাস জানার পাশাপাশি ভাষাজ্ঞানও বৃদ্ধি পাবে। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন সংযোজন 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' সহজলভ্য করার জন্য ফেসবুক পেজ ভার্সন চালু করলে ভালো হবে আমার বিশ্বাস।

মোহা: মোস্তাক হোসেন
নেটওয়ার্ক শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক
আলীনগর উচ্চ বিদ্যালয়
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

সম্মানিত ট্রাস্টি মফিদুল স্যারের নির্দেশনায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে পত্রিকার যে অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে তা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের মানুষদের আরও বেশি শাণিত করবে। এই পত্রিকার মাধ্যমে শুধু আমরা নই এই প্রজন্মের তরুণরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নিঃসন্দেহে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আপনাদের এই অগ্রযাত্রা শুভ হোক, সফল হোক এই প্রত্যাশা করি।

শম্পা গোস্বামী
শিক্ষক ও সমাজকর্মী
সাতক্ষীরা

সব ক'টি জানালা খুলে দাও না, এমনি আবেগ মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল জাদুঘর বার্তাটি পড়ার পর। জাদুঘরের দরজা বন্ধ হোক তাতে কি? এমনি করে বার্তা আমাদের জানালায় টোকা দিলে জাদুঘরের স্মৃতির দরজা চিচিং ফাঁক এর মতো খুলে যাবে বৈকি। এমনি বৈশ্বিক দুঃসময়ে এই বার্তাটি বেঁচে থাকার অনুপ্রেরণা ও লড়াই করার শক্তি যোগাবে বলে আমি মনে করি। কারণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আমাদের লড়াই ও বিজয়ের ইতিহাস ধারণ করে আছে।

মাধুরী মজুমদার (সহকারী শিক্ষক)
হাফিজা খাতুন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
মৌলভীবাজার

বর্তমান বিশ্বের চলমান মূর্তিমান আতঙ্ক করোনা ভাইরাস মহামারীর মধ্যেও বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাজ এগিয়ে চলেছে, যদিও তা নতুন আঙ্গিকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিশেষ প্রয়াস 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা' প্রথম সংখ্যা জুন,২০২০ প্রকাশিত হয়েছে। এই প্রকাশনা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের চলমান গবেষণা কর্মকাণ্ডের একটি অংশ বলে আমি মনে করি। এই প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি 'অতীতে ফেরা : বাংলাদেশের ফরাসি বন্ধু' আমাকে বিমুগ্ধ করেছে। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের 'নেটওয়ার্ক শিক্ষক' হিসাবে গর্বিত। আমি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ধ্রুব শঙ্কর রায় (প্রভাষক ইংরেজি)
দিগরাজ ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়
মোংলা, বাগেরহাট

মুক্তিযুদ্ধের কথা নিয়ে, তথ্য নিয়ে নিউজলেটার। বাহ, ভাবতেই ভীষণ ভালো লাগছে। নতুন করে, নতুন আঙ্গিকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে নিউজলেটার। মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত নানা তথ্য পাবো সবাই। সমৃদ্ধ হবে আমাদের ইতিহাস। দৃপ্ত হবে নতুন প্রজন্মের পথচলা। ই নিউজলেটার এর সাথে জড়িত সম্মানিত সকলের জন্য রইলো অন্তহীন শুভ কামনা।

মুহাম্মদ শাহীন আল-মামুন
সহকারী শিক্ষক, লেখক
বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
টাংগাইল (মুক্তিযোদ্ধার সন্তান)

ই-নিউজ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রথম সংখ্যা হলেও চমৎকার হয়েছে তা। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে 'অতীতে ফেরা: বাংলাদেশের ফরাসী বন্ধু' ফিচারটি। একজন ফরাসী বন্ধু লেভী যে ভিনদেশী অথচ তার বাংলাদেশের প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসা তা তাৎপর্যময়ভাবে ফুটে উঠেছে। এটি আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। তাছাড়া তিনটি ভাষণ ও একটি বিশেষ প্রদর্শনী আরেকটি অসাধারণ উদ্যোগ। ৬দফা কর্মসূচী নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম অনলাইন প্রদর্শনী 'অন্ধকার থেকে আলোয়' বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক। এই সংকটকালে অনলাইন ফিল্ম ওয়ার্কশপ খুবই প্রয়োজনীয় একটি উদ্যোগ। আমাদের নেটওর্য়াকভুক্ত বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার তৈরী হয়েছে তার সংবাদগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা। এক মিনিটের চলচ্চিত্র নির্মাণের উপর নেটওর্য়াকভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে- যা অনেক উৎসাহ ও দক্ষতা বাড়াবে। মুক্তির উৎসব ও স্বাধীনতা উৎসবে বিভিন্ন জেলার নেটওর্য়াকভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে সম্পৃক্ত করলে তারা উৎসাহ নিয়ে সামনের পথ চলার গতি পাবে।

এটি প্রকাশনার পিছনে যারা শ্রম দিয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

মো: গোলাম ফারুক মিথুন
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
সমাজকর্ম বিভাগ, নামোশংকরবাটি কলেজ,
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

মুক্তিযুদ্ধের যে-সব স্মৃতি হারিয়ে যেতে বসেছে সে-সব উদ্ধার করে প্রকাশ করা, বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত যে-সব ঘটনা অনেকের অজানা, সে-সব নতুন করে সবাইকে জানানো সত্যিই এক কঠিন ও মহৎ কাজ। এ কাজের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় যাঁরা কাঁধে তুলে নেন তাঁরা সত্যিকার দেশপ্রেমিকতো বটেই আবার প্রাতঃস্মরণীয়ও। এরকম গুরুদায়িত্ব গ্রহণের জন্য আপনাদের জানাচ্ছি অশেষ কৃতজ্ঞতা।

প্রধান শিক্ষক
পটিয়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা (প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, জুন ২০২০) হাতে পেয়ে সত্যি আমরা অভিভূত। এর প্রতিটা লেখা এবং ফটোগ্রাফ সজীব অনুভূতির অত্যুজ্জ্বল স্মারক। বিশেষ করে আমাদের ফরাসি বন্ধু হেনরী লেভির সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ডগুলো হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেলো। এ অজানা তথ্যগুলো প্রজন্মের জানাটা অতি আবশ্যক। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে অনেক আগে থেকেই সম্পৃক্ত আমরা, এটি আমাদের প্রাণের প্রতিষ্ঠান। এর নতুন ভবন প্রতিষ্ঠায় বান্দা স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষকবৃন্দ দীন অনুদান প্রদানে ধন্য হয়েছে। আমাদের তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখা আর্কাইভে সুরক্ষিত রয়েছে। নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসেবে আমি নিজেও কয়েকবার আমন্ত্রণ পেয়ে যোগদান ও কর্তৃপক্ষের আন্তরিক আতিথ্য লাভ করেছি। বিশেষ করে ২০১১ সালে জাদুঘরে বার্ষিক 'মুক্তির উৎসব' মিলন মেলায় বান্দা স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৬ সদস্যের একটি সাংস্কৃতিক দল নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে এসেছি। পরবর্তীতে জাদুঘর প্রদত্ত ছবি ও সিডির সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠান এবং এলাকার কয়েকটি স্থানে বিশেষ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সচেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছি। জাতীয় দিবসগুলোতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন ও বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদানেরও ব্যবস্থা করে থাকি। এসব কাজে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রমেশ চন্দ্র মন্ডল আমাকে ভীষণভাবে উৎসাহিত ও সতত সহযোগিতা করে থাকেন। কিছুকাল আগে সত্যজিত রায় মজুমদার দাদার সহযোগিতায় জাদুঘর থেকে প্রাপ্ত ছবির এ্যালবামের মাধ্যমে এবং অধ্যক্ষ মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় আমাদের প্রতিষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু কর্ণার প্রতিষ্ঠার কাজও করেছি। জাদুঘরের যেকোন প্রয়োজনে আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে উৎকর্ণ হয়েই আছি, ডাকলেই হাজির হবো প্রাণের প্রতিষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ঢাকায়।

শশাংক শেখর ঢালী
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)
বান্দা স্কুলএন্ড কলেজ, ও নেটওয়ার্ক শিক্ষক

করোনাকালে কর্মব্যস্ত জাদুঘর কর্মীদল

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সূত্রে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের কাজটি তিনি করে থাকেন। করোনা মহামারী কালেও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেছেন। এরজন্য তাকে যাত্রাবাড়ি থেকে নিয়মিত মন্ত্রণালয় এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাতায়াত করতে হয়েছে সুরক্ষা বিধি মেনে। একই সাথে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিয়মিত কর্মসূচি পালন, জাদুঘরবার্তা প্রকাশ ও অন্যান্য কাজ অব্যাহত রয়েছে। দায়িত্ব পালন করছেন জাদুঘরের কর্মীদল।

স্মরণ : মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ মো: সিরাজুল ইসলাম

দীর্ঘ প্রায় ২৫ বছরের পথচলা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের। এই পথে চলতে চলতে বিভিন্ন সময়ে সঙ্গী হয়ে জাদুঘরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান অনেক সুহৃদ। জাদুঘরের তেমনই এক সুহৃদ কুমিল্লার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মো. সিরাজুল ইসলাম। যখন কোন সুহৃদ যুক্ত হন জাদুঘরের সঙ্গে তখন জাদুঘর যেমন আনন্দিত হয়, তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে ভারাক্রান্ত হয় জাদুঘরের হৃদয়। অতি সম্প্রতি প্রয়াত হলেন জাদুঘরের বাহাত্তর বছর বয়সী তরুণ বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা টাইগার সিরাজ। ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমন্বয়কারী রঞ্জন কুমার সিংহ খুঁজে পেয়েছিলেন এই মানুষটিকে। তিনি ২০১৭ এবং ২০১৯ এ ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরের কুমিল্লা সফরের সময় বিভিন্ন স্কুলে জাদুঘরের কর্মীদের সাথে যুক্ত হতেন এবং শিক্ষার্থীদের শোনাতেন তাঁর যুদ্ধের স্মৃতি।

রঞ্জন কুমার সিংহ এই মানুষটি সম্পর্কে বলেন, "গত বছর ৩০ জুলাই সুহৃদ মুক্তিযোদ্ধা এক ঘণ্টার জন্য চাঁদপুর জনতা হাই স্কুল এন্ড কলেজে উপস্থিত হলেন। প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর পূর্বে মো. সিরাজুল ইসলামকে অনুরোধ জানালাম মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। তিনি শুরু করলেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার কথামালা দিয়ে, পিনপতন নীরবতা পুরো হলঘরে। স্মৃতিচারণ শেষে শিক্ষার্থীদের সাথে বসে প্রামাণ্যচিত্র দেখলেন। বিদ্যালয়ে পুরো কার্যক্রম শেষ করে ফিরে আসার পথে বাসে বসেই হাসিমাখা মুখ নিয়ে বললেন আমি হতাশায় ছিলাম, আজ আর হতাশ নই কারণ নতুন প্রজন্মের নিজের দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার অনেক আগ্রহ। পরদিন বিবির বাজার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর পূর্বে মিলনায়তন ভরা শিক্ষার্থীদের কাছে স্মৃতিচারণে বলেছেন, আজ তোমাদের শোনাবো ৪৭ বছর আগের কটক বাজার যুদ্ধের কথা। শিক্ষার্থীর মত আমিও তরুণ বন্ধুর কটক বাজার যুদ্ধের কথা শুনে গেলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম এই মানুষটিকে নিয়ে। এভাবেই জাদুঘরের তরুণ বন্ধু ছুটে চলেছেন আর নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের শুনিয়েছেন নির্ভয়পুর সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বের গল্প। দীর্ঘ এক মাস কুমিল্লা জেলায় পথচলা শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সুহৃদ মো. সিরাজুল ইসলাম চোখের কোনে জমে থাকা অশ্রুকণা লুকিয়ে হাসি মুখ নিয়ে বিদায় জানালেন। গাড়ি ছুটে চলল, তাকিয়ে দেখি তরুণ বন্ধু দাঁড়িয়ে আছেন। সেই থেকে বয়োবৃদ্ধ এই মানুষটি ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে একসূত্রে মিশে আছেন।"

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা এই বীর যোদ্ধার প্রতি।

শিক্ষার্থীদের মুক্তিযুদ্ধের গল্প শোনাচ্ছেন মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল ইসলাম

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ- এর

পাঠ্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অনলাইন এক্সিবিশন

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন সময়ে তার কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এবার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর লাভ করলো এক অনন্য স্বীকৃতি। গত জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আর্কাইভস্ ও ডিসপ্লে টিম ছয়দফা দিবস উপলক্ষে একটি অনলাইন এক্সিবিশন তৈরি করে, যার লিংকটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির কাছে পাঠান হয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-এর জেনারেল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপক শাহনাজ হুসনে জাহান ইমেইল পাঠান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হকের কাছে (যা এখানে সংযুক্ত হয়েছে)। তিনি জানান যে, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এই অনলাইন এক্সিবিশনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আবশ্যিক বিষয় 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' এর পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Dear Mofidul Bhai,
I am thankful for sharing with us the link of the online exhibition on the 6-point movement and Bangabandhu. My heartiest congratulations to the Liberation War Museum for this online exhibition production.
I would like to inform you that we have already incorporated the online exhibition on the 6-point movement and Bangabandhu produced by Liberation War Museum to the reference list of the course titled History of the Emergence of Independent Bangladesh. Each term about 500-550 students join this course. The course teachers of all sections of this course will show this video to the students as their class work.
I would also like to make the virtual tour to the Liberation War Museum mandatory for the students of this course.
Congratulations once again.

Shahnaj Husne Jahan, PhD
Professor of Archaeology
Head | General Education Department (GED)
University of Liberal Arts Bangladesh (ULAB)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com, www.liberationwarmuseumbd.org